



20092 - ইলমে দ্বীন অর্জন করার হুকুম কী?

প্রশ্ন

ইলমে দ্বীন অর্জন করার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজে কফিয়া। যদি কিছু ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জনে মনোনবিশে করে যাদরে দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হওয়া সম্ভব তাহলে অন্যদরে ক্ষেত্রে ইলমে দ্বীন অর্জন করা সুন্নত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপরে ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজে আইন। এক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে- ব্যক্তি যি ইবাদত বা যি লেনেদনে করতে চাচ্ছে সে ইবাদত পালন ও সে লেনেদনে বাস্তবায়ন করার জন্য যতটুকু ইলম প্রয়োজন ততটুকু ইলম অর্জন করা তার উপর ফরজে আইন। এর বাইরে যি ইলম সে ইলম অর্জন করা ফরজে কফিয়া। তাবিল ইলমেরে উচতি আপন মনে এ অনুভূতি জাগ্রত রাখা যি, সে একটা ফরজে কফিয়া আমল পালন করছে যাতে করে সে ইলম অর্জনের মাধ্যমে একটা ফরজ আদায়েরে সওয়াব পায়।

এতে কোন সন্দেহে নই যি, ইলমে দ্বীন হাছলি সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। বরং এটা আল্লাহর রাস্তায় জহিদ করার তুল্য। বিশেষতঃ আমাদের বর্তমান সময়ে যি সময় মুসলিমি সমাজে বদিআতেরে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। ইলম ছাড়া ফতোয়া দায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে লোক না জনে তরকে লিপ্ত হচ্ছে। মুসলিমি যুব সমাজেরে উপর এ তনিটা কারণ ইলম অর্জনে এগিয়ে আসাকে অনবির্য করে দিয়ে।

এক: বদিআতেরে বহিঃপ্রকাশ।

দুই: উপযুক্ত ইলমদার না হয়ে ফতোয়া প্রদানে এগিয়ে আসা।

তনি: এমন সব মাসয়ালা নিয়ে তরক করা যি মাসয়ালাগুলো আলমেদেরে নকিট সুস্পষ্ট। কনি্তু এমন ব্যক্তি এসব মাসয়ালা নিয়ে তরক করেন যার এ ব্যাপারে কোন ইলম নই।

এসব কারণে আমাদের এমন কিছু আলমে প্রয়োজন যাদরে জ্ঞান সুদৃঢ় ও ব্যাপক। দ্বীনেরে ব্যাপারে যাদরে গভীর জ্ঞান রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদেরকে দিক নির্দেশনা দায়ের মত যাদরে প্রজ্ঞা আছে। অনেকে মানুষ এমন আছে যাদরে কাছ শোধ বিশেষ কোন মাসয়ালার তাৎবকি জ্ঞান রয়েছে। কনি্তু মানুষেরে জন্য কোনটা কল্যাণ বা মানুষেরে শিক্ষাদান পদ্ধতি তাদরে



কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই কোন কোন বিষয়ে তাদের ফতোয়া বড় ফতিনা-ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যবে ফতিনার পরধি
আল্লাহ ছাড়া কউে জানে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।